অতীব জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সিআর-৩ শাখা
www.mopa.gov.bd

নং-০৫.০০.০০০০.১০২.২২.০০১.১৬-৫৮

২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬
তারিখঃ
১০ জুন, ২০১৯

বিষয়: প্রযোজ্য সকল বার্ষিক/আংশিক এসিআর যথাসময়ে যথানিয়মে দাখিল ও অপ্রযোজ্যতার তথ্য অবহিতকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, গোপনীয় অনুবেদন ফরম পূরণ, অনুস্বাক্ষরসহ লিখন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত অনুশাসনমালা, ২০১২ এর নির্দেশনাসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ যথাযথভাবে অনুসরণ করছেন না। ফলে অনেক কর্মকর্তা ক্ষতিগ্রস্ত হন। উক্ত অনুশাসনমালার নিম্নোক্ত নির্দেশনাসহ সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো:

১. অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা কর্তৃক ৩১ মার্চ এর মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের এসিআর দাখিল, অনুবেদনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ৩০ এপ্রিলের মধ্যে অনুস্বাক্ষরপূর্বক অগ্রায়ন এবং প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ৩১ মে 'র মধ্যে প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক আবশ্যিকভাবে স্ব স্ব ডোসিয়ার সংরক্ষণকারী কর্তৃপক্ষের দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে (২০১৮ সনের ১৩ মার্চ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১০২.২২.০০১.১৬-১৬ নং পরিপত্র)।

২. কোন কর্মস্থলে বা কোন অনুবেদনকারী কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে কর্মকাল ০৩ মাস হওয়ার পর কর্মস্থল পরিবর্তন বা অনুবেদনকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন হলে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত সময়ের জন্য গোপনীয় অনুবেদন দাখিল বাধ্যতামূলক (অনু: ১.৪.২)।

৩. কোন বৎসর/সময়ে অনুবেদনকারী কর্মকর্তা একাধিক হলে সেক্ষেত্রে কারও নিয়ন্ত্রণে কর্মকাল ০৩ মাস না হলে এবং এক্ষেত্রে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে কর্মকাল ০৩ মাস হলে আবশ্যিকভাবে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নিকট গোপনীয় অনুবেদন দাখিল করতে হবে (অনু: ২.৪.৪)।

৪. যথাযথ অনুবেদনকারী কর্মকর্তা ও প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নিকট গোপনীয় অনুবেদন দাখিল করতে হবে (অনু: ২.৩)।

৫. কোন বৎসর/সময়ের এসিআর প্রযোজ্য না হলে প্রমাণকসহ লিখিতভাবে যথাসময়ে ডোসিয়ার সংরক্ষণকারীকে অবহিত করতে হবে (অনু: ২.৭)।

৬. যথাসময়ে যথানিয়মে এসিআর দাখিল, অনুস্বাক্ষর ও প্রতিস্বাক্ষর না করা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে এবং তাঁর বিরূদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে (অনু: ১.৭.২)।

শেলিনা খানম
উপসচিব
ফোন- ৯৫৫০৩৯৩
cr3@mopa.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hsd.gov.bd

নং ৪৫.১৩৭.১১৬.০০.০০.০০৩.২০১৬-১১৩৮

তারিখ: ০১ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
১৭ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, ঢাকা।
৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব/যুগ্মপ্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
৭। সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৯। সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১১। ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।
১২। লাইব্রেরিয়ান, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

(শাহিনা খাতুন)
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭৯৮৫
admin1@hsd.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
(www.mopa.gov.bd)

নং-০৫.০০.০০০০.১১০.১৬.০৫১.১৯-১১৪ তারিখঃ ০৮ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা বাস্তবায়ন।

গত ১৭.০১.২০১৯ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। উক্ত মতবিনিময় সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করেনঃ

> "সর্বস্তরের সুশাসন নিশ্চিতকরণ ও জনসেবার মান উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। সরকার সরকারি কর্মচারীদের জন্য বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এতটাই বৃদ্ধি করেছে যে, তাদের আর দুর্নীতি করার কোন কারণ নেই। এরপরও কেউ দুর্নীতি করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে এই বার্তা প্রশাসনের তৃনমূল পর্যন্ত পৌছে দিতে হবে।"

০২। এমতাবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরিউক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ তৌফিক-ই-লাহী চৌধুরী)
উপসচিব
ফোন-৯৫৪০২১৮
(adminint@mopa.gov.bd)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hsd.gov.bd

নং ৪৫.১৩৭.১১৬.০০.০০.০০২.২০১৪(অংশ)- ৯৯৫৫ তারিখ: ৩০ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
১৫ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

<u>অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:</u>

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, ঢাকা।
৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব/যুগ্মপ্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
৭। সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৯। সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১১। ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।
১২। লাইব্রেরিয়ান, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

(শাহিনা খাতুন)
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭৯৮৫
admin1@hsd.gov.bd

ফয়েজ আহম্মদ
সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আধা-সরকারি পত্র নং-০৫.২০৪.০৮৮.০০.০০.০৩৫.২০১৪-৬৮ | তারিখ : ২০/০৫/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

প্রিয় মহোদয়,

আপনি অবগত আছেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ০৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বাংলা ভাষাকে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রচলন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ-অনুযায়ী ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ এ সংক্রান্ত সরকারি আদেশ জারি করা হয়। পরবর্তী সময়ে সরকারি কাজে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭' জারি করা হয়।

০২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের জন্য প্রণীত কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬-এর কার্যবণ্টন-অনুযায়ী দাপ্তরিক কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহারবিষয়ক কার্যক্রম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এ কার্যক্রমকে আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গত ১৪/০৫/২০১৪ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের সভাপতিতে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের অধীন দপ্তর ও সংস্থার নামফলক, সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড ব্যানার ইত্যাদি বাংলায় লেখা নিশ্চিত করবে।

০৩। পরিলক্ষিত হচ্ছে যে কোনও কোনও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংযুক্ত দপ্তর, অধিদপ্তর ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামফলক ও সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিলবোর্ড এখনও ইংরেজি ভাষায় লেখা হচ্ছে। বিভিন্ন আইন/বিধি/প্রবিধান/পরিপত্র/নীতিমালায় বাংলার সঙ্গে ইংরেজি শব্দের সংমিশ্রণ করা হচ্ছে। যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও দেশীয় সংস্থার নামফলককে ইংরেজি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে নামফলকে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতে হবে।

০৪। আপনার মন্ত্রণালয়/বিভাগ অধীন দপ্তর/সংস্থার বিদ্যমান আইন/বিধি/প্রবিধান/নীতিমালায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দের যথার্থ বাংলা শব্দ পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে প্রমিত বাংলায় রূপান্তরের কার্যকর পদক্ষেপ আপনি গ্রহণ করবেন বলে আশা করছি। আপনার দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নামফলক, সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড প্রমিত বাংলায় লেখা নিশ্চিতকরণসহ দাপ্তরিকপত্র, কার্যবিবরণী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলা ব্যবহারের জন্য আপনার ব্যক্তিগত মনোযোগ আকর্ষণ করছি। এছাড়াও আপনার অধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্ভুল বাংলার উপর গুরুত্বারোপ করে প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়নে আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টা একান্তভাবে কাম্য। আপনার এ ধরনের উদ্যোগ দাপ্তরিক কাজে প্রমিত বাংলা ব্যবহারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

শুভেচ্ছান্তে,

স্বাস্থ্য ও পঃ কঃ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সচিব এর দপ্তর
ডা: নং ...... তাং ২৮/...
অতি: সচিব (প্রশাসন)
অতি: সচিব (উন্নয়ন)
অতি: সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য)
অতি: সচিব (হাসপাতাল)
অতি: সচিব (বাজেট)
অতি: সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট)
অতি: সচিব (নার্সিং ও মিডওয়াইফারী)

আন্তরিকভাবে আপনার
২০.৫.১৯
(ফয়েজ আহম্মদ)

জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hsd.gov.bd

নং ৪৫.১৩৭.১১৬.০০.০০.০০২.২০১৪(অংশ)- ১২৫৪ | তারিখ: ৩০ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
১৫ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, ঢাকা।
৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব/যুগ্মপ্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
৭। সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৯। সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১১। ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।
১২। লাইব্রেরিয়ান, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

(শাহিনা খাতুন)
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭৯৮৫